ক্রউন অফিস
অ্যাণ্ড প্রোকিউরেটার ফিসকাল সার্ভিস
(The Crown Office and Procurator Fiscal Service)

পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ

প্রোকিউরেটার ফিসকাল-এর ভূমিকা

সূচিপত্র

অভিযোগ করা	3
অভিযোগের তদন্ত করা	4
অপরাধসংক্রান্ত অভিযোগ	4
অভিযোগকারী	7
প্রধান কনস্টেবল	8
আঞ্চলিক প্রোকিউরেটার ফিসকাল	9

ভূমিকা

স্কটল্যাণ্ডেস্থিত পুলিস অফিসার এবং পুলিস বাহিনীর বিশেষ কনস্টেবল ও অসামরিক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত করা ও তাদের অভিযুক্ত করায় প্রোকিউরেটার ফিসকাল-এর ভূমিকা এবং এমন অভিযোগে ন্যায়বিচারের প্রণালীর ব্যাপারে বুঝতে এই পত্রিকাটি আপনাকে সাহায্য করবে। তবে ঐ প্রণী সংক্রান্ত সবরকমের বিবরণ বা আইনের ব্যাপক বিবৃতি জানানো এই পত্রিকার উদ্দেশ্য নয়।

<u>প্রোকিউরেটার ফিসকাল-এর ভূমিকা</u>

স্কটল্যাণ্ডে অপরাধের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার বিবেচনা পুলিস (বিভাগম থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্রভাবে করা হয়। স্কটল্যাণ্ডে প্রোকিউরেটার ফিসকাল, অপরাধ সংক্রান্ত মামলা করার দায়িত্বপ্রাপ্ত স্কটল্যাণ্ডের 6 টি এলাকায় 48 টি প্রোকিউরেটার ফিসকাল-এর অফিস রয়েছে যা একজন রিজনাল প্রোকিউরেটার ফিসকাল (3 পৃষ্ঠা দেখুন) পরিচালনা করেন।

অভিযোগ করা

যদি আপনি কোনো পুলিস অফিসার অথবা পুলিস বিভাগের বিশেষ কনস্টেবল বা অসামারিক সরকারি কর্মচারীর আচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে চান তাহলে এর মধ্যে যে কোনো একটি করতে পারেনঃ

- সম্পর্কিত পুলিস বাহিনীর চীফ কনস্টেবলকে সরাসরি তা লিখে জানান (4 পৃষ্ঠা দেখুন)

- যে কোনো পুলিস স্টেশনে গিয়ে আপনার অভিযোগের বিস্তারিত বর্ণনা জানান।

- কোনো উকিল, আপনার এম এস পি, এম পি বা স্থানীয় কাউন্সিলার (পৌরসভার সদস্য) - কে আপনার তরফ থেকে চীফ কনস্টেবলের কাছে অভিযোগ জানাতে বলুন।

- সিটিজেন অ্যাডভাইস বিউরো-র কাছে সাহায্য চাইতে পারেন, তারা আপনাকে তথ্য ও ঠিকানা জানাতে পারবেন।

যদি নালিশে পুলিস অফিসার বা অসামরিক সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো অপরাধের অভিযোগ আসে, উদাহরণস্বরূপ আঘাত দেওয়া, ঐ নালিশ প্রোকিউরেটার ফিসকালের কাছে পেশ করা হবে, যিনি অপরাধ সংক্রান্ত মামলা রুজু করা যায় কি না তা বিবেচনা করবেন।

অভিযোগ করার উপরোক্ত উপায়গুলি ছাড়াও, আপনি রিজওনাল প্রোকিউরেটার ফিসকালের কাছে সরাসরি আপনার নালিশ জানাতে পারেন। আপনার নালিশটি অপরাধ সংক্রান্ত কি না - এ ব্যাপারে যদি আপনার মনে কোনোরকম অনিশ্চয়তা থাকে তাহলেও অভিযোগ করতে পারেন, রিজওনাল প্রোকিউরেটার ফিসকাল অভিযোগটি বিচার করবেন কি না তা নিজেই নির্ধারণ করবেন।

অধিকাংশ নালিশ রিজওনাল প্রোকিউরেটার ফিসকালকে সরাসরি না করে, পুলিস স্টেসানে বা চীফ কনস্টেবলকে লিখে জানানো হয়।যিনি অভিযোগ করতে আসবেন, একজন বরিষ্ঠ স্থানীয় পুলিস অফিসার যেন অবিলম্বে তার সঙ্গে দেখা করেন ও অভিযোগের বিস্তারিত বিবরণ জেনে প্রাথমিক রিপোর্ট তৈরী করেন। এই রিপোর্টটি ডেপুটি চীফ

কনস্টেবলের কাছে জমা করা হবে। যদি ডেপুটি চীফ কনস্টেবলের মনে হয় যে ঐ রিপোর্টে কর্মরত পুলিস অফিসার দ্বারা কোনো অন্যায় অপরাধের অভিযোগ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, সেক্ষেত্রে তিনি রিপোর্টটি রিজওনাল প্রোকিউরেটার ফিসকালের কাছে পেশ করবেন, সাধারণতঃ অভিযোগ করার 14 দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা করে দেওয়া হয়।

অভিযোগের তদন্ত করা

কোন অফিসার অফ-ডিউটি অর্থাৎ কর্মরত অবস্থায় না থাকাকালীন অপরাধ করেছেন বলে যদি অভিযোগ করা হয় সেক্ষেত্রে সাধারণতঃ স্থানীয় প্রোকিউরেটার ফিসকাল বিষয়টি বিবেচনা করেন। যথেষ্ট প্রমাণ আছে কি না (স্কটল্যাণ্ডে এর অর্থ, একাধিক উৎস থেকে প্রাপ্ত প্রমাণ) এবং সর্বসাধারণের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রতিবিধান জরুরী কি না - তা তিনি নির্ণয় করবেন। প্রোকিউরেটার ফিসকাল সর্বদা জনস্বার্থরক্ষার্থে কর্মরত এবং তিনি পুলিস ও অপরাধের শিকার ব্যক্তি, উভয় পক্ষ থেকে স্বতন্ত্র।

যদি এমন কোনো অভিযোগ করা হয় যে অন ডিউটি অর্থাৎ কর্মরত থাকাকালীন কোনো অফিসার বা সরকারি কর্মচারী অপরাধ করেছেন, সেক্ষেত্রে রিজিওনাল প্রোকিউরেটার ফিসকাল কেসটির তদন্ত করেন। রিজনাল প্রোকিউরেটার ফিসকাল ব্যক্তিগতভাবে কেসটি দেখবেন অথবা প্রোকিউরেটর ফিসকালের এক অভিজ্ঞ প্রতিনিধি বা পূর্বে ঐরূপ অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত প্রিকগ্‌নিশন অফিসারকে তার (রিজিওনাল প্রোকিউরেটার ফিসকালের তরফ থেকে) তদন্ত করে রিপোর্ট জানাতে নির্দেশ দেবেন।

রিজিওনাল প্রোকিউরেটার ফিসকাল রিপোর্টটি পরীক্ষা করে দেখাবন এবং এতে কোনো অফিসার দ্বারা অপরাধমূলক ব্যবহারের অভিযোগ এসেছে কি না, তা নির্ণয় করবেন। যদি রিজিওনাল প্রোকিউরেটার ফিসকাল সিদ্ধান্ত নেন যে অভিযোগটি অপরাধ সংক্রান্ত নয়, তাহলে তিনি তা সম্পর্কিত পুলিস বাহিনীর ডেপুটি চীফ কনস্টেবলের কাছে বিবেচনার জন্য পাঠিয়ে দেবেন। কোনো পুলিস অফিসারের বিরুদ্ধে যদি এমন কোনো অভিযোগ আসে যা অপরাধমূলক নয়, তবে তাতে ঐ পুলিস অফিসার দ্বারা অভদ্র আচরণের ইঙ্গিত রয়েছে, সে সব অভিযোগ বিচার করার ক্ষমতা ডেপুটি চীফ কনস্টেবলকে দেওয়া হয়েছে।

অপরাধসংক্রান্ত অভিযোগ

অভিযোগের তদন্ত করা

যখন রিজিওনাল প্রোকিউরেটার ফিসকাল নির্ণয় নেবেন যে প্রারম্ভিক অভিযোগের রিপোর্টে কোনো অফিসার দ্বারা অপরাধমূলক আচরণের নালিশ এসেছে, তখন এ ব্যাপারে পরামর্শের জন্য অভিযোগকারীকে চিঠি লিখবেন।

বিস্তারিত তদন্তের জন্য তিনি ডেপুটি চিফ কনস্টেবলকে সম্পূর্ণ অনুসন্ধান করা ও পুরো রিপোর্ট জমা করার জন্য এক নিরপেক্ষ ও উচ্চপদস্থ পুলিস অফিসারকে নিযুক্ত করতে বলতে পারেন অথবা অন্য কোনো বাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারকে অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে বলতে পারেন।

পুলিস অফিসার দ্বারা অথবা পুলিসবাহিনী দ্বারা নিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা অপরাধমূলক ব্যবহারের অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর বিষয় বলে মনে করা হয়। উচ্চপদস্থ অফিসারটি বিস্তারিত এবং সামগ্রিক অনুসন্ধান করবেন। অফিসার অভিযোগকারীসহ সব সাক্ষ্য বা প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে বিস্তারিত বিবরণ জানবেন। যা যা প্রমাণ পাওয়া যায় সেগুলি একত্র করে তার সম্পূর্ণ রিপোর্ট রিজিওনাল প্রোকিউরেটর ফিসকালের কাছে পেশ করবেন।

যখন রিজিওনাল প্রোকিউরেটর ফিসকাল পুলিসের কাছে সম্পূর্ণ রিপোর্ট চাইবেন তা সাধারণতঃ 10 সপ্তাহের মধ্যে জমা করে দেওয়া হয়।

তা না হলে, পুলিস অফিসারদের বিস্তারিত অনুসন্ধান কাছে নিযুক্ত না করে রিজিওনাল প্রোকিউরেটর ফিসকাল নিজেই ব্যক্তিগতভাবে অভিযোগের তদন্ত করতে পারেন।

যদি সম্পূর্ণ রিপোর্টে দেখা যায় যে অভিযোগটি অপরাধমূলক নয়, সেক্ষেত্রে রিজিওনাল প্রোকিউরেটর ফিসকাল কেসটি ডেপুটি চীফ কনস্টেবলের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেন এবং এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অভিযোগকারীকে লিখিতভাবে জানিয়ে দেন।

অপরাধমূলক আচরণের অভিযোগে তদন্ত করা

যদি সম্পূর্ণ রিপোর্টে সত্যি অপরাধমুলক আচরণের অভিযোগ পাওয়া যায়, রিজিওনাল প্রোকিউরেটর ফিসকাল অভিযোগটি তদন্ত করবেন। সাধারণতঃ সেজন্য এক অভিজ্ঞ প্রোকিউরেটর ফিসকাল ডেপিউট বা প্রিকগ্নিশন অফিসারকে নির্দেশ দেওয়া হয় সে যেন অভিযোগটি তদন্ত করে রিজিওনাল প্রোকিউরেটর ফিসকালকে জানায়।

এই তদন্ত থাকবেঃ

- বাস্তবে সম্ভব হলে অভিযোগকারীকে একটি সাক্ষাৎকারের জন্য ডেকে আনা অথবা অভিযোগটির সত্যতা যাচাই করার জন্য তাকে বিবরণের একটি কপি পাঠানো।

- সাক্ষাৎকারে প্রত্যক্ষদর্শীদের আহ্বান জানানো।

- অন্য কোনো প্রামাণিক তথ্য পরীক্ষা করা

যদি অভিযোগকারী কারুর সঙ্গে নিজে দেখা করতে চান, তাহলে সাক্ষাৎকারের অনুরোধ করতে পারেন, এবং সম্ভব হলে এমন ব্যবস্থাও করা হয়।

যেক্ষেত্রে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে নালিশ আসে ও তাকেই অভিযুক্ত করা হয়

মাঝেমধ্যেই এমন দেখা যায় যে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং সে (পুলিসের কাছে) যেমন ব্যবহার পাচ্ছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে চায়। সুতরাং এক্ষেত্রে অভিযোগকারী নিজেই অপরাধে অভিযুক্ত এবং অপরাধসংক্রান্ত মামলায় জড়িত। কোনো অভিযোগকারী এমন অবস্থায় পড়ালে তার অসুবিধা দূর করার জন্য ঃ

- পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে নালিশ সম্পূর্ণ আলাদাভাবে রাখা হয় এবং প্রোকিউরেটর ফিসকাল সার্ভিসের আলাদা আলাদা কর্মচারীরা বিষয় দুটি দেখেন।

- অভিযোগকারী যদি চায় কেবল তাহলেই সাক্ষাৎকারে উপস্থিত থাকতে পারে এবং তার এমন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করার দরকার নেই যা তাকে অভিযুক্ত করতে পারে।

- অভিযোগকারী (বা অন্য সক্ষ্য) সাক্ষাৎকারের সময় তথ্যাদি জানাবেন তা গোপন রাখা হবে।

- যে প্রোকিউরেটর ফিসকাল বিবরণগুলি জানবেন তিনি অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে অন্য কোন সম্পর্কিত কেসে জড়িত থাকবেন না।

- পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত চলাকালীন যে তথ্য পাওয়া যাবে তা অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে সম্পর্কিত কেস তৈরী করায় ও মামলা করায় জড়িত লোকেদের কোনোভাবেই জানানো হবে না।

অপরাধ সংক্রান্ত প্রতিবিধানে নির্নয় নেওয়া

সম্পূর্ণ রিপোর্ট পাওয়ার 12 সপ্তাহের মধ্যে রিজিওনাল প্রোকিউরেটর ফিসকাল নিজের অনুসন্ধান কাজ সম্পন্ন করতে চান। যে সব প্রমাণ পাওয়া যাবে তিনি সেগুলি পরীক্ষা করবেন এবং অপরাধসংক্রান্ত প্রতিবিধানে ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে কি না তা নিণয় করবেন।

অপরাধ সংক্রান্ত প্রতিবিধানের ব্যবস্থা আরম্ভ করার আগে রিজিওনাল প্রোকিউরেটর ফিসকালকে সুনিশ্চিত হওয়া দরকার যে যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য ও আষস্থাস্থাপনযোগ্য প্রমাণ রয়েছে এবং ঐ প্রতিবিধানের ব্যবস্থা জনস্বার্থরক্ষার জন্য যথাযথ। তবে জনস্বার্থেও অপরাধ সংক্রান্ত প্রতিবিধানের সার্থকতা নেই যদি তা, উদাহরণস্বরূপ, আদালতে নেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না হয়।

যদি রিজিওনাল প্রোকিউরেটর ফিসকালকে মনে হয় অপরাধ সংক্রান্ত প্রতিবিধানের সর্থকতা নেই, তা হলে এই সিদ্ধান্তটি অভিযোগকারী ও ডেপুটি চীফ কনস্টেবলকে লিখিতভাবে জানিয়ে দেবেন।

যদি রিজিওনাল প্রোকিউরেটর ফিসকাল নিণয় নেয় যে যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ রয়েছে ও প্রতিবিধানের সার্থকতা আছে, তাহলে রিজনাল প্রোকিউরেটর ফিসকাল, স্কটল্যাণ্ডের প্রতিবিধান ব্যবস্থার প্রধানদপ্তর ক্রাউন অফিসে, একটি রিপোর্ট পেশ করবেন।

ক্রউন অফিসে ক্রাউন কাউন্সিল রিপোর্টটি পড়বেন যারা হাই কোর্টে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেসের প্রতিবিধান করেন সেইসব উকিলদের ক্রাউন কাউন্সিল বলা হয়। কোনো পুলিস অফিসার বা পুলিস বাহিনীর অন্য কোনো কর্মীর বিরুদ্ধে অপরাধ সংক্রান্ত প্রতিবিধান নেওয়া হবে কি না সেই সিদ্ধান্ত এরাই নেয়। যদি ক্রুউন কাউন্সিলের মনে হয় কোনো প্রতিবিধানের প্রয়োজন নেই, তা হলে সেই সিদ্ধান্তটি লিখিতভাবে অভিযোগকারী ও ডেপুটি চীফ কনস্টেবলকে জানিয়ে দেওয়া হয়। যদি ক্রাউন কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নেয় যে প্রতিবিধান নেওয়া যুক্তিসঙ্গত তাহলে তারা রিজিওনাল প্রোকিউরেটর ফিসকালকে প্রতিবিধানের ব্যবস্থা শুরু করতে নির্দেশ দেবে।

অপরাধ সংক্রান্ত প্রতিবিধান নয়

কখনো কখনো অভিযোগকারী যে অভিযোগ করে তাতে অপরাধ সংক্রান্ত এবং অপরাধ বিহীন অভিযোগ দুই ই থাকে এ সব কেসে রিজিওনাল প্রোকিউরেটর ফিসকাল শুধুমাত্র অভিযোগের অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়টি বিচার করবেন। যদি রিজনাল প্রোকিউরেটর ফিসকাল অভিযোগের অপরাধ সংক্রান্ত অংশটির প্রতিবিধানের ব্যবস্থা না করেন, সে ক্ষেত্রে তিনি নিজের অনুসন্ধানের পর (অভিযোগের) অপরাধবিহীন অংশটি ডেপুটি চীফ কনস্টেবলের কাছে বিচারার্থে পাঠিয়ে দেবেন।

অপরাধ সংক্রান্ত প্রতিবিধান

অন্য যে কোনো আইনী অভিযোগের মতই পুলিস অফিসারদের বিরুদ্ধে ও প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা হয়। 2 ধরনের প্রতিবিধানের ব্যবস্থা আছে প্রথমটি সংক্ষিপ্ত বিচার, যেখানে শেরিফ একা বসা। অধিকাংশ কেসের বিচার এই পদ্ধতিতেই করা হয়।

অপর পদ্ধতিটিতে একজন বিচারক জুরিসহ শেরিফের কোর্টে বা হাই কোর্টে বসেন। কেবল খুব গুরুত্বপূর্ণ কেসে শেরিফ জুরিসহ বিচার করতে বসেন এবং সবচেয়ে গুরুতর কেস গুলি হাই কোর্টে পরখ করা হয়।

অভিযোগকারী

অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়া

যে কোনো স্তরে অভিযোগকারী অভিযোগ থেকে পেছপা হওয়ার ইচ্ছা জানাতে পারে। যাই হোক, রিজনাল প্রোকিউরেটর ফিসকাল সুনিশ্চিত করতে চাইবেনঃ

- যে অভিযোগকারীকে অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য কোনোরকমভাবে বাধ্য করা হয়নি।

- অভিযোগকারীর অভিযোগ ছাড়া এমন অন্য কোনো প্রমাণ নেই যাতে জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার্থে অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

রিজিওনাল প্রোকিউরেটর ফিসকাল পুলিস ও অভিযোগকারী থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করেন এবং অভিযোগকারী মামালা করতে না চাইলেও স্বেচ্ছায় ঐ কেসে প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করতে পারেন।

অভিযোগ অনুসারে চলা

রিজিওনাল প্রোকিউরেটর ফিসকালের জনস্বার্থে কাজ করা উচিৎ এবং মামলা চালিয়ে যাবেন কি না সে বিষয়ে নির্ণয় নেওয়ার সময় বিচক্ষণতা ও সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সুতরাং যে অভিযোগকারী মামলা চালিয়ে যেতে চান, রিজিওনাল প্রোকিউরেটর ফিসকাল তা না চাইলে, অভিযোগকারী অসন্তুষ্ট হতে পারে।

অভিযোগটি যেভাবে বিবেচনা করা হবে তাতে যদি অভিযোগকারী সন্তুষ্ট না হন বা যদি রিজিওনাল প্রোকিউরেটর ফিসকালের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হন তাহলে তিনি সরাসরি ক্রাউন অফিস, 25 চেম্বারস স্ট্রিট, এডিনবর্গ ই.এইচ. এল.এ.-এই ঠিকানায়, রিজিওনাল প্রোকিউরেটর ফিসকাল (9 পৃষ্ঠা দেখুন) বা লর্ড অ্যাডভোকেটকে চিঠি লিখতে পারেন।

বিদ্বেষপরায়ণ অভিযোগ

যদি কেউ জেনেশুনে একজন পুলিশ অফিসার, পুলিস বাহিনীর বিশেষ কনস্টেবল বা সরকারি কর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেন, তাহলে তিনি অন্যায় অপরাধ করবেন এবং প্রোকিউরেটর ফিসকাল তার বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে।

চীফ কনস্টেবল

British Transport Police (Scottish Area)
90 Cowcaddens Road
GLASGOW
G4 0LU

Central Scotland Police
Police Headquarters
Randolphfield
STIRLING
FK8 2HD

Dumfries and Galloway Constabulary
Police Headquarters
Cornwall Mount
DUMFRIES
DG1 1PZ

Fife Constabulary
Detroit Road
Glenrothes
FIFE
KY6 2RJ

Grampian Police
Queen Street
ABERDEEN
AB10 1ZA

Lothian & Borders Police
Fettes Avenue
EDINBURGH
EH4 1RB

Northern Constabulary
Police Headquarters
Old Perth Road
INVERNESS
IV2 3SY

Strathclyde Police
Police Headquarters
173 Pitt Street
GLASGOW
G2 4JS

Tayside Police
PO Box 59
West Bell Street
DUNDEE
DD1 9JU

আন্চলিক প্রোকিউরেটার ফিসকাল

Glasgow & Strathkelvin
10 Ballater Street
Glasgow
G5 9PS

Grampian Highland & Islands
Atholl House
84-88 Guild Street
Aberdeen
AB11 6QA

Lothian & Borders
29 Chambers Street
EDINBURGH
EH1 1LD

North Strathclyde
1 Love Street
Paisley
PA3 2DA

South Strathclyde Dumfries & Galloway
Cameronian House
3/5 Almada Street
Hamilton
ML3 0HG

Tayside, Central & Fife
Caledonian House
Greenmarket
Dundee
DD1 1QX

দ্বারা প্রকাশিত

Policy Group
Crown Office
25 Chambers Street
EDINBURGH EH1 1LA

মার্চ 2002

© Crown Copyright